

আত্মসমালোচনা

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

‘তুমি তোমার
আমলনামা
পাঠ কর।
আজ তুমি
নিজেই নিজের
হিসাবের
জন্ম যথেষ্ট’

(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৪)

আত্মসমালোচনা

মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৫
লেখকের আরম্ভ	০৭
মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনার পরিচয়	০৯
আভিধানিক অর্থ	০৯
পারিভাষিক অর্থ	০৯
আত্মসমালোচনার মূল ভিত্তি	১০
মুহাসাবা সম্পর্কে হাদীছের ভাষ্য	১২
মুহাসাবার ব্যাপারে বিদ্বানগণের ইজমা	১৩
মন ও তার ব্যাধি	১৩
কুরআনে মনের বিবরণ	১৫
প্রশান্ত আত্মা	১৫
প্রশান্তির মূল তাৎপর্য	১৬
মন্দপ্রবণ আত্মা	১৬
মন্দপ্রবণ আত্মার অত্যাচারী হওয়ার কারণ	১৮
ভৎসনাকারী আত্মা	১৮
আত্মসমালোচনার পদ্ধতি	২০
আত্মসমালোচনায় কড়াকড়ি	২০
সবকিছুতেই আত্মসমালোচনা	২১
আত্মসমালোচনা শেষে সৎকর্মে মনকে নিবদ্ধ রাখা	২১
আত্মসমালোচনার ফলাফল	২৩
১. ক্বিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হওয়া	২৩
২. হেদায়াত লাভে সমর্থ হওয়া এবং তার উপর অটল থাকা	২৫
৩. কলবের রোগের চিকিৎসা	২৫

৪. মনের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং নিজের আমল-আখলাকে ধোঁকার শিকার না হওয়া	২৬
৫. মুহাসাবা বিদেষমুক্ত নিরহংকার জীবনের পথে পরিচালিত করে	২৬
৬. সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো	২৯
কে নিজের মনের হিসাব করবে?	৩০
সৎকাজে মনের আত্মসমালোচনার প্রকারভেদ	৩২
১. সৎকাজ করার আগে মনের হিসাব	৩২
২. আমলের পর আত্মসমালোচনা	৩৩
আত্মসমালোচনার সহায়ক বিষয় সমূহ	৩৬
১. আল্লাহ তা'আলাকে জানা	৩৬
২. কিয়ামত দিবসে শাস্তি লাভের অনুভূতি	৩৭
৩. কিয়ামত দিবসে তার সামনে উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা	৩৭
৪. প্রতিফল বা পুরস্কার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা	৩৮
৫. কিয়ামত দিবসের স্মরণ	৩৯
৬. মৃত্যুকে স্মরণ	৩৯
কোথেকে আমরা আত্মসমালোচনা শুরু করব?	৪০
মনকে শাস্তি প্রদান	৪২
মনকে শাস্তি প্রদানের সীমা	৪৫
নেককারদের জীবনে আত্মসমালোচনার কিছু নমুনা	৪৭
১. আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)	৪৭
২. ওমর ফারুক (রাঃ)	৪৭
৩. আমর ইবনুল আছ (রাঃ)	৪৮
৪. হানযালা আল-উসায়দী (রাঃ)	৪৯
৫. আলী বিন হুসাইন (রাঃ)	৫০
৬. আল-হারিছ মুহাসিবী (রহঃ)	৫২
৭. ইবনুল জাওয়ী (রহঃ)	৫২
শেষ কথা	৫৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রকাশকের নিবেদন

‘মুহাসাবা’ বা আত্মসমালোচনা মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। এর মাধ্যমে একজন মুমিন নিজেই নিজের প্রাত্যহিক কর্মসমূহের হিসাব গ্রহণ করে। অতঃপর যে কাজটি উত্তম ও কল্যাণকর বিবেচিত হয়, তা আগামীতে অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যে কাজগুলি তার নিজের ও সমাজের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়, সে কাজটি পরিত্যাগ করতঃ সাধ্যমত তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করে।

আত্মসমালোচনা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে, তেমনিভাবে এটি পরকালীন জওয়াবদিহিতার অনুভূতিকে জাগ্রত করে। এর মাধ্যমে নিজের ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে। ফলে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যতে আরো উন্নত ও তাক্বওয়াশীলরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

সউদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খ্রিঃ) আত্মসমালোচনা বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও সাবলীল ভাষায় সারগর্ভ একটি রচনা উপহার দিয়েছেন। যা তাঁর রচিত ‘অন্তরের আমল সমূহ’ (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ১২নং ও সর্বশেষ পুস্তিকা হিসাবে المحاسبة শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটির বঙ্গানুবাদ মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এ ধারাবাহিকভাবে (আগস্ট-নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে আল্লাহর অশেষ রহমতে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

লেখকের আরয

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা মহান রাব্বুল ‘আলামীনের জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি নবী ও রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের সকলের উপর।

মনের হিসাব গ্রহণ মুমিনদের জীবন চলার পথ; তাওহীদপন্থীদের চিহ্ন বা প্রতীক এবং আল্লাহর প্রতি বিনীত ব্যক্তিদের পরিচয়। ফলে যে মুমিন তার রবকে সমীহ করে চলে, নিজের কথা ও কাজের হিসাব নেয় এবং তার পাপের জন্য স্বীয় রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে জানে মনের বিপদ ভয়ানক, তার রোগ-ব্যাদি মারাত্মক, তার চক্রান্ত ভয়াবহ এবং তার অনিষ্টতা ব্যাপক বিস্তৃত।

মন প্রতিনিয়ত মন্দের আদেশ দেয়, কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে, অজ্ঞতার দিকে ডাকে, ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলে এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত করে। তবে আল্লাহ যার উপর দয়া করেন সে তার খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সুতরাং মনকে তার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তাহলে সে তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে ঠেলে দিবে। যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে প্রবৃত্তি তাকে কুপথে নিয়ে যায়, কুরূচিপূর্ণ কাজের দিকে তাকে আহ্বান জানায় এবং নানা নিন্দনীয় কাজে তাকে লিপ্ত করে।

এজন্য মানুষের উচিত, আল্লাহর দরবারে ওয়ন হওয়ার আগে নিজেই নিজের ওয়ন করা, তার নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নেওয়া এবং আল্লাহর সামনে নিজেকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। মানুষের নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ সম্পর্কে যত কথা বলা

মুহাসাবা বা আত্মসমালোচনার পরিচয়

আভিধানিক অর্থ :

বাংলা ভাষায় হিসাব-নিকাশ দু'টি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। আরবীতে দু'টি শব্দই মাছদার। বাংলায় মাছদারকে ক্রিয়ামূল বা ধাতু বলে। এই হিসাব শব্দেরই আরেকটি প্রতিকল্প মুহাসাবা। শব্দটি বাব مفاعلة-এর মাছদার। এটি 'মায়ীদ ফীহ' বা অতিরিক্ত হরফ যোগে গঠিত ক্রিয়ার মাছদার। অভিধান অনুসারে 'মুহাসাবা' ও 'হিসাব' শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে গণনা করা।^১ শব্দটির আরেকটি অর্থ, হিসাব যাচাই করা।^২

মুজারাদ বা মূল শব্দে গঠিত 'হাসিবা-ইয়াহসাবু' ক্রিয়া হ'লে তখন অর্থ হবে- গণনা করল, গুণল। 'হুসবান' ও 'হিসাবাহ' অর্থ গণনা করা।^৩

পারিভাষিক অর্থ :

মুহাসাবার আভিধানিক অর্থের সাথে পারিভাষিক শব্দের যোগ রয়েছে। সাধারণত নিজের গোনাহ-অপরাধ এবং দোষ-ত্রুটি হিসাব করাকে মুহাসাবা বলে।

মাওয়াদী বলেছেন, فَإِنْ كَانَ يَتَصَفَّحُ الْإِنْسَانَ فِي لَيْلِهِ مَا صَدَرَ مِنْ أَعْمَالِ نَهَارِهِ، وَإِنْ كَانَ مَذْمُومًا اسْتَدْرَكَهُ كَانَ مَحْمُودًا أَمْضَاهُ وَأَتْبَعَهُ بِمَا شَاكَلَهُ وَضَاهَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَذْمُومًا اسْتَدْرَكَهُ 'ব্যক্তি রাতের কোন সময়ে তার দিনের কাজগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখবে। যদি সেগুলি ভাল ও প্রশংসনীয় হয় তাহ'লে তা যথারীতি বহাল রাখবে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ সামনে এলে তা করে যাবে। আর যদি তার কাজগুলো নিন্দনীয় হয় তাহ'লে যথাসম্ভব তার প্রতিকার করবে এবং ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকবে'।^৪

১. আত-তাওকীফ 'আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ, পৃ. ৬৪০।

২. মিছবাহুল লুগাত, পৃ. ১৫২।

৩. ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত, ১/৯৪।

৪. মাওয়াদী, আদাবুদ্বনিয়া ওয়াদ্দীন, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪ (ঈশ্বৎ পরিবর্তিত)।

জ্ঞানেক বিদ্বান মুহাসাবার সংজ্ঞায় বলেছেন, قيام العقل على حراسة النفوس، من الخيانة فيتفقد زيادتها ونقصانها، ويسأل عن كل فعل يفعل لم يفعله، ولمن فعلته؟ فإن كان لله مضي فيه، وإن كان لغير الله امتنع عنه، وأن يلوم نفسه على التقصير والخطأ، وإذا أمكن المعاقبة أو صرفها إلى الحسنات الماحية 'মুহাসাবা হ'ল, মানুষের মন যাতে আমানতের খিয়ানত না করে সেজন্য বিবেককে মনের পাহারাদার নিযুক্ত করা। মন কোথায় বাড়াবাড়ি করছে এবং কোথায় ত্রুটি করছে বিবেক তা খতিয়ে দেখবে। সে তার প্রতিটি কাজ কেন করেছে, কার জন্য করছে তা তাকে জিজ্ঞেস করবে। যদি কাজগুলো আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য হয় তাহলে তা বহাল রাখবে। আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকবে। বর্তমান দোষ-ত্রুটির জন্য মনকে তিরস্কার করবে এবং ঐ দোষ-ত্রুটির প্রতিবিধান সম্ভব হলে কিংবা তা মোচনকারী কোন ছওয়াবের কাজ করতে পারলে তা করবে।

সুতরাং মুহাসাবা হ'ল, নিজের কথা ও কাজের ভাল-মন্দ হিসাব ও যাচাই করে মন্দ যা মিলবে তা সংশোধন করা এবং সৎ ও ভাল যা পাবে তা করে যাওয়া।

আত্মসমালোচনার মূল ভিত্তি

আল্লাহ সুবহানাল্হ তা'আলা তার বান্দাদেরকে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُنْتُمْ نَفْسًا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا مَا قَدَّمَتْ لِعَدِّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللَّهُ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ

তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরা হ'ল অবাধ্য' (হাশর ৫৯/১৮-১৯)।

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু সা'দী (রহঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন ঈমানের দাবী অনুযায়ী কি গোপনে কি প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাদেরকে শরী'আহ, হুদূ ও অন্যান্য যেসব বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছেন তা যেন তারা খুব খেয়াল করে মেনে চলে, কোনটা তাদের পক্ষে আর কোনটা বিপক্ষে যাবে এবং তাদের অর্জিত আমল কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কতটা লাভজনক হবে ও কতটা ক্ষতিকর হবে তা যেন তারা ভেবে দেখে। কেননা তারা যখন আখিরাতকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও মনের কিবলা বানাতে এবং আখিরাতের অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দিবে, তখন যেসব আমলের দরুন তারা আখিরাতে একটি ভাল অবস্থান লাভ করতে পারবে তা করতে উঠেপড়ে লাগবে, আর যে সকল বাধা-বিপত্তি তাদের আখিরাতমুখী আমলের গতি রুদ্ধ করবে কিংবা গতিপথ পাল্টে দিবে তা থেকে তাদের আমল পরিচ্ছন্ন রাখতে তারা সচেষ্টি থাকবে। তদুপরি যখন তারা মনে রাখবে যে, আল্লাহ তাদের সব কাজের খবর রাখেন, তাদের কোন কাজই তার নিকট গোপন থাকে না, কোন কাজই তার কাছ থেকে নষ্ট হয়ে যায় না এবং কোন কাজকেই তিনি নগণ্য বা তুচ্ছ ভাবেন না তখন তারা আবশ্যিকভাবে তাদের কাজের গতি বাড়িয়ে দিবে।

এই পবিত্র আয়াত বান্দার নিজের হিসাব নিজে গ্রহণের মূল ভিত্তি। বান্দার কর্তব্য নিজের কাজের খোঁজ-খবর রাখা। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পেলে তার প্রতিকার হিসাবে সে ভবিষ্যতে কাজটি থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবে, ঐ কাজে প্ররোচিত হওয়ার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তা এড়িয়ে চলবে এবং খালেছ অন্তরে তওবা করবে। যদি সে নিজের মধ্যে আল্লাহর কোন আদেশ পালনে অমনোযোগ লক্ষ্য করে তাহ'লে সেই অমনোযোগ কাটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং আদেশটি যাতে অমনোযোগ কাটিয়ে দৃঢ়তার সাথে যথার্থরূপে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য স্বীয় রবের কাছে ব্যাকুল চিন্তে দো'আ করবে। আল্লাহর আদেশ পালনে তার অমনোযোগিতা ও অবহেলা সত্ত্বেও তার উপর আল্লাহ পাক কত বেশী অনুগ্রহ ও দয়া করে যাচ্ছেন তা

নিজে চিন্তা-ভাবনা করবে। এতে তার মধ্যে অবশ্যই নিজের আমলের ঘাটতি দেখে লজ্জা অনুভূত হবে।

বান্দা যদি নিজের আমলের এভাবে হিসাব-নিকাশ ও যাচাই-বাছাই করা থেকে গাফিল ও উদাসীন হয়ে বসে থাকে তাহ'লে তার থেকে বদনছীব ও হতভাগা আর কেউ হয় না। সে তখন ঐ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাকে স্মরণ করা ও তার হক আদায়ে গাফলতি করেছে এবং নিজেদের মন ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে তৎপর হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা সফলতা লাভ করতে পারেনি এবং কোন সুবিধাও অর্জন করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের নিজেদের যা করা উচিত ছিল তা ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য যা উপকার ও মঙ্গল বয়ে আনত তার সম্পর্কে তাদেরকে বে-খবর ও উদাসীন করে দিয়েছেন। ফলে তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মঘাতী ও বাড়াবাড়িমূলক। দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিই এখন তাদের বিধিলিপি। তারা এতটাই প্রতারিত যে তার প্রতিকারের কোন উপায় তাদের হাতে নেই এবং তাদের ভগ্নদশা নিরাময়েরও কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ তারা তো ফাসিক বা পাপাচারী'।^৫

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় কিতাবে বলেছেন، **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ** - **طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ** - 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করার সাথে সাথে তারা সচেতন হয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়' (আ'রাফ ৭/২০১)।

মুত্তাকীদের বিষয়ে আল্লাহ বলছেন যে, তারা যখন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোন পাপ কাজ করে বসে তখন আল্লাহকে মনে করে তার দিকে ফিরে আসে এবং তওবা করে। মুত্তাকীরা যত কাজ করে মনে মনে তার হিসাব ব্যতীত এ তওবা ও আল্লাহকে মনে করা আদৌ সম্ভব নয়।

মুহাসাবা সম্পর্কে হাদীছের ভাষ্য :

শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন، **الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ**

৫. তায়সীরুল কারীমির রহমান, পৃ. ৮৫৩।

– নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে নিজের মনকে তার কামনা-বাসনার অনুগামী বানিয়ে দেয় এবং আল্লাহর কাছে অহেতুক আশা করে’।^৬ ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, **حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَبَلَ أَنْ يُحَاسَبَ** : **دَانَ نَفْسَهُ** (রহঃ) ক্বিয়ামত দিবসে হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ মনের হিসাব নেয়।^৭

মুহাসাবার ব্যাপারে বিদ্বানগণের ইজমা :

আলেমদের সর্বসম্মত মতে, নিজ মনের হিসাব নেওয়া একটি যরুরী বা আবশ্যিকীয় কাজ। ইয বিন আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন, **أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى** **وَجُوبِ مَحَاسَبَةِ النَّفْسِ فِيمَا سَلَفَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَفِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْهَا** ‘মনের উপর অতীত ও ভবিষ্যতের আমলের যাচাই-বাছাই বা মুহাসাবা আবশ্যিক হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ ইজমা করেছেন’।^৮

মন ও তার ব্যাধি

মানব মনকে যদি মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা অনুযায়ী না চালায় তাহলে মনই চালকের আসনে বসে মানুষকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিবে। এই মনকে সোজা রাস্তায় চালাতে মনের প্রতিটি গতিবিধি ও বিপজ্জনক বাঁকের হিসাব গ্রহণ বা মুহাসাবার কোন বিকল্প নেই। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, **‘النفس كالشريك الخوآن، إن لم تحاسبه ذهب بمالك** একজন আত্মসাৎকারী শরীকের মতো। যদি তুমি তার হিসাব-নিকাশ না নাও তাহলে সে তোমার ধন-দৌলত আত্মসাৎ করবে’।^৯

৬. তিরমিযী হা/২৪৫৯, তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬০; মিশকাত হা/৫২৮৯।

৭. ঐ।

৮. তাফসীরুছ ছা‘আলিবী, সূরা ইনশিক্বাক্ব ৬ আয়াতের আলোচনা, ৪/৩৯৯।

৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৭৯।